মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগেগুলো দূরীভূত করা

অনেক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটা ছক বা নকশা পাওয়া যায়- এগুলো অগ্রকথন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রকথন স্থানে ঘটে। এই নকশাগুলো চিনে নিয়ে এবং এলোমেলো এবং ব্যাহত করতে পারলে মানবাধিকার সংরক্ষনের মূল চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কারাগারে নির্যাতন যদি একটা সমস্যা বলে জানা যায় তবে লোকগুলোকে কারাগারের বাহিরে রাখলে নির্যাতন প্রতিরোধ করা যায়। যদি একটা সরকার ধীশক্তি স্বাধীনতা আস্তে আস্তে নিঃশেষ করতে পারে ব্যক্তিগত তথ্য জব্দ করে তাহলে শুরুতেই কিছু রেকর্ড সংরক্ষন নিশ্চিত করতে পারলে সেই স্বাধীনতা হারাবার ব্যাপারটা প্রতিহত করা যায়। এই পর্বে দেওয়া সব কৌশলগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোকে সরিয়ে সারিয়ে দিয়ে এবং সুযোগগুলোকে দূরীভূত করে।

শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী রক্ষা করে তাদের চাকুরী রক্ষার্থেঃ দখলচ্যুতির আইন ব্যবহার করে অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা নিশ্চিত করতে

ব্যবসা যখন বন্ধ হয়ে যায় এবং চাকুরী/কাজ অদৃশ্য হয়, লোকেরা, পরিবারগুলি, এবং সম্প্রদায়গুলি দারিদ্রে পড়ার ঝুঁকি গ্রহন করে। আর্জেন্টিনাতে অধুনা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ধ্বস নামলে অনেক ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে পড়ায় কলকারখানা বন্ধ হবার উপক্রমে শ্রমিকেরা কর্মচ্যুতি ঠেকাতে কাজ বন্ধ করতে অস্বীকার করলো। শ্রমিকেরা প্রায় ২০০ ফ্যাক্টরী পুনরুদ্ধার করে তাদের চাকুরী বাঁচিয়েছে। 'দখলচ্যুতি আইন' সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিকেরা কারখানার মালামাল পাওনাদারকে দিতে অস্বীকার করে ফ্যাক্টরীগুলোর দায়িত্ব গ্রহনকারী হিসেবে যন্ত্রপাতি মালামাল সরিয়ে নেওয়া ঠেকালো। এই ব্যবসা বাণিজ্যগুলো আইসক্রীম ফ্যাক্টরী থেকে শুরু করে মেটাল ওয়ার্কস, চারতারা হোটেল এবং শীপইয়ার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

একসময়ের "অর্থনৈতিক অসামান্য দৃষ্টান্ত" হিসেবে বাহবা পাওয়া আর্জেন্টিনা ১৯৭০ সনের শেষে এসে মন্দায় পড়ার ফলে বহু আর্জেন্টিনাবাসী দারিদ্রে পড়ে গেল। কারখানা দখল আন্দোলন স্বতস্ফুর্ত ভাবেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো অর্থনৈতিক মন্দার বিপরীতে। গোটা বিষয় একটা সাধারন নকশা অনুসরন করেছে।

প্রথমতঃ ব্যবসা দেউলিয় অথবা পরিত্যক্ত হল। শমিকেরা ব্যবসা চালানোর দায়ীত্ব নিল সমবায় ভিত্তিতে এবং পাওনাদারকে কারখানার যন্দ্রপাতি খুলে নিতে বাধা দিয়ে বকেয়া বেতন আদায়ের জন্য ব্যবসা পরিচালনার দায়ীত্ব পাবার আদেশ প্রাপ্তির আবেদন করলো আদালতে। আদালত শ্রমিকদের আবেদন অনুকুলে রায় দিল। যে আইনের আওতায় এই রায় দেয়া হল তা মূলতঃ ছিল স্থানীয় সরকার কর্তৃক পাবলিক ওয়ার্কস প্রকল্প সমূহের সম্পত্তি জব্দ করার অধিকার দিতে। শ্রমিকদের ব্যাপারে তারা মালিকদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে যার জন্য সময় সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং ব্যবসায়ে লাভ করতে পারলে তারা নিজেদের বকেয়া পাওনা সহ প্রাপ্যটা পাবে।

এই কৌশল অবলম্বনে ১০,০০০ এর বেশী চাকুরী রক্ষা পেয়েছে এবং অনেক পুনরুদ্ধারকৃত ফ্যাক্টরীর শ্রমিকেরা দখলকৃত ফ্যাক্টরীগুলোর মালিক হতে চলেছে।

আসলে দখলচ্যুতি আইনের ব্যবহার করে দখল নেবার ব্যাপারটা ঘটেছে চরম হতাশায় বেপরোয়া হয়ে। শেষপর্যন্ত ব্যবসা টিকিয়ে রাখা ছাড়াও আরো অনেক ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের মাধে এবং জীবন যাত্রায় হুমকি ছিল। এটা কাজ করার অধিকার সহ জীবিকা রক্ষার অধিকার যা মানবাধিকারের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশনে দেয়া হয়েছে।

সামাজিক সালিশিঃ ঝগড়া বিবাদ মেটানোর বিকল্প কার্যসাধন পদ্ধতি হিসেবে পুলিশের হস্তক্ষেপ এড়ানো যেহেতু এরা মানবাধিকার অমর্যাদাকারী।

,

এই কৌশলের উদ্ভব ঘটেছে এই ধারণা থেকে যে আমরা ইচ্ছা করলে মানুষকে পুলিশ ষ্টেশন থেকে দূরে রাখতে পারি এবং এরূপে নির্যাতন নিপীযনের বিপদ মুক্ত রাখতে পারি- বিবাদ বিসংবাদ আইন আদালতের বাইরে রেভে এবং সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

অপরাধ বিচার পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে- নেপারে অত্যাচার নিপীড়নের শিকারদের আশয়কেন্দ্র (CIVICT) (Centre for Victims of Tortures)) সামাজিক মধ্যস্থতার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় কিছু লোককে অযথা প্রেপ্তার করে থানায় এনে হয়রানি হওয়া থেকে মুক্ত রাখা- যেখানে গ্রেপ্তারকৃতদের ৬০% স্বকারোক্তি আদায় করা হয় নির্যাতনের মাধ্যমে।

CIVICT গবেষণা চালিয়ে দেখল কী ধরণের বিবাদ সংঘটিত হয়- তারপরে সমাজপতিদের, মহিলাদের এবং দলিতদের (অচ্ছুৎ সম্প্রদায়) জন্য একটা ট্রেনিং কোর্সের বন্দবস্ত করল- যাতে অধিকার ভিত্তিক বিবাদগুলো মিমাংসা করা যায় সামাজিক সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে। গুরুতর সংহিসতাপ্রসূত অপরাধজনক বিবাদগুলো ছাড়া সামাজিক সালিশ ব্যবস্থায় অন্যান্য সবধরনের বিবাদ মেটানোর জন্য বয়স, লিঙ্গ, শ্রেণী বা সামাজিক বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হল। প্রশিক্ষ নিয়োগের জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সমাজে সাধারন জনসভা ডেকে CIVICT মনোনয়ন দিতে বলল। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন দেওয়া হল মানবাধিকার, স্থানীয় আইনকানুন এবং মিমাংসায় সালিশি করার পদ্ধতি সম্পর্কে। আগে থেকেই যারা এসব বিষয়ে সম্পৃক্ত থেকে অভিজ্ঞ ছিল তারাও তাদের দক্ষতা বাড়ানোর আরো সুযোগ পেল। এই প্রশিক্ষকেরা পরবর্তীতে অন্যদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষন দেবার জন্য নিয়োজিত হল।

এসব মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে কমিটি করা হল স্থানীয়ভাবে বিবাদ মিমাংসার জন্য । প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততঃ শতবরা ৩০ জন মহিলা থাকতে হবে এবং অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি থাকতে হবে সমাজের সংখ্যালঘু বিশেষ সংস্কৃতির কোন সম্প্রদায় থেকে । সালিশ ব্যবস্থায় পদক্ষেপগুলি এবং প্রক্রিয়া খুবই পরিস্কার, মধ্যস্থতা করার জন্য শুরুতে অনুরোধ জানিয়ে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করবে উভয়পক্ষ ।

সালিশ প্রক্রিয়ায় বৈঠকের সময়ে পক্ষগুলোর মাঝে ৫ থেকে ৯ জন প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সালিশ রাখা হয় যারা ইচ্ছা করলে তাদের স্ব পক্ষে আরো লোক রাখতে পারে ।

সালিশ কমিটি মধ্যস্থতা করার প্রক্রিয়া কাঠামো ব্যাখ্যা করার পরে উভয়পক্ষ এবং তাদের সমর্থনকারীরা তাদের নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরে । সালিশেরা তভন উভয় পক্ষকে আলোচনায় ডেকে তাদের মতামত জানাতে বলে একটা সমঝোতায় আসার জন্য । সাধারনতঃ এভাবেই একটা সমাধান বেরিয়ে আসে বিবাদমান পক্ষগুলো এবং সম্প্রদায় থেকে । যা হোক, সালিশেরাও আরো বিশদ তদন্ত বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার সিদ্ধান্ত দিতে ক্ষমতাবান যদি সে রকম প্রয়োজন হয় । কোন পক্ষের হয়ে সালিশরা মাশলা রুজু করতে পারে যেখানে ধনবানরা সেই প্রক্রিয়ায় যেতে ইচ্ছুক হলে ।

যে তিনটা জেলায় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে সালিশ ব্যবস্থা সে সব স্থানে বিচারে উন্নতি এবং ক্ষমতার গতি এনেছে । এতে গ্রেপ্তারের সংখ্যা কমে এসেছেৎ প্রথম বছরে বিবাদগুলোর দুই দৃতীয়াংশ সমাধান করা হয়েছে সালিশ ব্যবস্থার মাধ্যমে যখন এক তৃতীয়াংশ পুলিশের এবং আদালতে গেছে । CIVICT র সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করেছে এবং পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মাঝে দ্বন্দ্ব নিরসনে সংখ্যা অনেক কমিয়ে এনেছে । CIVICT তাদের প্রকল্প বারোটা জেলায় সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ উপকৃত হবে ।

নেপালে থানায় জিজ্ঞাসারাদে নির্যাতন নিপীড়ন করা মামুলি ব্যাপার তাই সালিশ মধ্যস্থতা এই সব নির্যাতন প্রতিহত করে জনসাধরনকে থানার কাছে যেতে দেয়না । এই কৌশলের আরো বিশেষ গুরুত্বপূর্ন উপকারী দিক রয়েছে । বিশেষ করে যাদের ন্যায্য বিচার পাবার অনুকুল পরিবেশ নেই তারা বিচার পাচ্ছে অথবা প্রভাবশালী ধনীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ পাচ্ছে । স্থানীয় লোক প্রশিক্ষিত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নেতৃত্ব গড়ে উঠছে ।

আমি একটা গ্রাম থেকে এসেছি । আমার অনেক সহকর্মী- গ্রাম্য পর্য্যায়ে কাজ করে । লোকেরা প্রায়ই অভিযোগ জানায় বিবাদ নিষ্পত্তিতে সময় ক্ষেপণ নিয়ে । মানুষ যখন নিজেরা নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম হয় তখন তারা নির্যাতনও ভোগ করেনা এবং উন্নয়ন কাজ কর্মে বেশী সময়ও দিতে পারে ।

লেখ্যপ্রমাণাদি ধ্বংস করা বা অব্যাহতি পাওয়াঃ চিন্তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং গোপনতা রক্ষার অধিকার প্রয়োজনে সরকার দাবী করতে পারে এমন সব লেখ্য প্রমাণাদি ধ্বংস করে ।

গোপনতার সম্ভাব্য পরাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা রক্ষার্থে আমেরিকার একটা জাতীয় পেশাগত সংগঠন তৎপরতা বৃদ্ধি করে চলছে নূন্যতম লেখ্য প্রমানাদি রাখার মধ্য দিয়ে ।।

প্রথাগতভাবে আমেরিকার সব লাইব্রেরিয়ান বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপে বাধা দিয়ে আসছে যত শীঘ্র সম্ভব অনাবশ্যক লেখ্যপ্রমানাদি ধ্বংস করার মাধ্যমে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী এসোসিয়েশান -দি আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (ALA) এর সদস্য আছে ৬৪,০০০ এর বেশী সদস্যদের নিয়ে প্রভাব খাটিয়ে ফেডারেল আইনকে পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে যা লাইব্রেরীর রেকর্ড রক্ষন অধিকার হ্রাস করেছিল ।

বই এর উপর ৪৮ টি অঙ্গরাজ্যের আইন রয়েছে যা লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষকদের রেকর্ড গোপন বলে গণ্য করা নিশ্চিত হয়। ALA এর নৈতিকতা এবং গোপনতার পলিসি ও পৃষ্ঠপোষক গোপনতার পক্ষে। ২০০১ ইউএসএ দেশপ্রেমী অ্যাকট বিশেষভাবে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের ক্ষমতা দিয়েছে লাইব্রেরী রেকর্ড তল্লাশী এবং পাবলিক কম্পিউটার টারমিনালয় যাতে পৃষ্ঠপোষকরা কি ধরনের বই পড়ে এবং তাদের ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষন করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে ।

দেশপ্রেমিক অ্যাকট এ সাড়া দিয়ে লাইব্রেরীগুলো তাদের রেকর্ড রাখার পদ্ধতি পাল্টেছে যাতে অনাবশ্যক রেকর্ড যতশীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করে ফেলা হয়। ALA এমন পথ নির্দেশিকার উন্নয়ণ ঘটিয়েছে যাতে অনবশ্যক লাইব্রেরী পৃষ্ঠপোষকদের লেখ্য প্রমানাদি হ্রাস করতে সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যেসব লেখ্যপ্রমানাদি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে তা যত শীঘ্র সম্ভব করে ফেলার কথা বলা হয়েছে। লাইব্রেরীয়ানদের অনুকুলে রয়েছে গোটা দেশের একটা শক্তিশালী ক্ষমতাবান জাতীয় সংগঠন যখন তারা মনে করে পৃষ্ঠপোষকদের লেখ্যপ্রমানাদি বাদ দেয়া দরকার যখন তা সম্পূর্ণরূপেই আইনের আওতাধীন ।

The ALA একটা শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন প্রতিরোধের জন্য নিতান্ত সহজ একটা কাজ করছে, দেশব্যাপী করা একটা কাজ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ প্রত্যেক লাইব্রেরীয়ানের জন্য। অধিকতর দমননীতির প্রশ্নে এরূপ প্রতিরোধ- যদিও পুরোপুরী আইনানুগ তবুও প্রতিশোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে ।

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত জ্ঞান ইন্টারনেটে প্রকাশঃ লেখ্যপ্রমানাদি সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা ।

অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের জীবন যাপন ধারা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করে যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক সীমিত দায় সম্পন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের (আদিবাসীদের) ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান সরকারী সপদবলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। একটা জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা তাদের এই অপকর্ম রুখতে কাজ করছে।

দি সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রাইট্স প্রোগ্রাম_আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স (AAAS)এর বিজ্ঞান এবং মানবাধিকার প্রোগ্রামে ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞানের জন্য অনলাইন সার্চেবল ডাটাবেজ গড়ে তুলেছে যাতে প্রাতিজনিক কোম্পানী দ্বারা সে সব জ্ঞান পেটেন্ট করানো প্রতিরোধ করতে পারে। দি ট্রাডিশনাল ইকোলজিকাল নলেজ প্রায়র আর্ট ডাটাবেজ (TEK*P.A.D) এর লোকেশন - ip.aaas.org/tekpad

গোটা পৃথিবীব্যাপী আদিবাসীরা প্রণালীবদ্ধভাবে চাষাবাদ করেছে এবং সেগুলোর উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের সম্প্রদায় সমূহের উপকারার্থে কাজে লাগিয়েছে। উন্নত বিশ্বের কোম্পানীগুলো এর কিছু কিছু পেটেন্ট করেছে আদিবাসীদের না জানিয়ে বা অনুমতি না নিয়েই পেটেন্ট এর ব্যাপারটায় পেটেন্ট ব্যবহার, বিক্রয়, হস্তান্তর করার বৈধতা দেওয়া হয়- একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু যাদের উত্তরাধীকার সূত্রে নিজেদের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে তাদের কোন মুনাফার অংশ বা লাভ না দিয়েই কাজটা করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেটেন্ট হোল্ডার যাদের কাছে থেকে পাওয়া সম্প্রদায়কে পেটেন্টকৃত জ্ঞান প্রয়োগে বাধা বা প্রতিরোধ করতে পারে।

ডাটাবেজ জনসাধারনের জ্ঞানের ক্ষেত্র পরিচিতিতে আদিবাসী জ্ঞান তুলে এনে অপকর্মরোধ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। এটাকে তারা 'আদি শিল্পকলা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। একটা আবিস্কার যদি নতুন হয় কাজে লাগে এবং পূর্বে ছিলনা তা পেটেন্ট করা যায়। যদি সেই আবিস্কার বা জ্ঞান আগে কোথাও ছাপা হয়েছে- যার একটা অবয়ব বলা হয় পূর্বের শিল্পকলা- প্রতিপাদনযোগ্য ভাবেই নতুন নয়। ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বাইরের সীমিতদায় সম্পন্ন যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো পেটেন্ট করিয়েছে কারণ এসব জ্ঞান সম্পর্কে কোন কিছু কখন বা কোথাও ছাপা হয়েছে বলে জানা যায়না বা হলেও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ডাটাবেজ এ একবার তথ্য যোগ করলে অতি সহজেই তা ইউএস পেটেন্ট এন্ড ট্রেড মার্ক অফিস (USPTO) এবং অন্যান্য পেটেটিং কর্তৃপক্ষের চোখে পড়ে যখনই তারা 'আদি শিল্পকলা' খোঁজ বা অনুসন্ধান করে। AAAS সক্রিয়ভাবেই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান যা জনক্ষেত্র এবং অরক্ষিত অবস্থায় আছে। অতঃপর ডাটাবেজে তথ্য যোগ করে আরো ভালো করে সংরক্ষণের জন্য।

TEK*P.A.D ও লোকদের এন্ট্রি (ভুক্তি) পেশ করতে দেয়। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ভুক্তি করাতে এলে তাকে প্রমাণ করতে হয় যে তাদের সম্প্রদায়ের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। AAAS সম্প্রদায়গুলিকে ডাটাবেজএ তাদের জ্ঞাণ যোগ করার পূর্বে এ সংক্রান্ত প্রকাশিত।

বিবরণাদি ঘেঁটে দেখতে উৎসাহিত করে যাতে নিজেদের পেটেন্ট করার সুযোগ সুবিধা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আরও অনেক বাছাই করার মত পন্থার উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে আলাদা একটা 'হ্যান্ডবুক' তৈরীকরা হয়েছে যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের বাছাইয়ের ব্যাপারে মূল্যায়ন করার সুযোগ লাভ করে। এই 'হ্যান্ডবুক' পাওয়া যাচ্ছে sht.aaas.org/tek/

TEK*P.A.D এর ডাটাবেজ, বর্তমানে ৩০,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির চারা যা চাষাবাদ হচ্ছে এবং বাইরের লোক দ্বারা পেটেন্ট হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে সম্প্রদায়ের লোকেরাই ব্যবস্থাপনায় আছে- রক্ষা করছে।

যখন প্রাতিজনিক যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলোকে ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী জ্ঞান পেটেন্ট করার অনুমতি দিচ্ছে তখন কিছু কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহেরও সুযোগ পাচ্ছে। হয়তো এসব সম্প্রদায় তাদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার হারাচ্ছে যখন এসব প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে বা রয়ালটি দিতে বাধ্য হবে তখন ঐসব প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে বা রয়ালটি দিতে বাধ্য হবে তখন ঐসব সম্প্রদায়ের জীবিকা সংস্থান বা জ্ঞান চিরতরে বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে বা নূন্যপক্ষে অপুরনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। লেখ্য প্রমানাদি সংরক্ষণ মাধ্যমে সে পরিণতি থেকে উদ্ধার পাবার কৌশল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

এটা সত্যি কৌতুহলোদ্দীপক যে শতশত বছর বা হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী আদিবাসীদের জ্ঞান সংরক্ষিত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি মাধ্যমে, ONLINE ডাটাবেজ আরও ব্যবহৃত হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত সচেতনতায় যেমন দূষণের ব্যাপারে যেমন দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় অথবা দুর্নীতির আখড়া অঞ্চলে অথবা পলিসি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।

Sources: New Tactics in Human Rights: A Resource for Practitioners
PREVENTION TACTICS, Removing Oppurtunities for Abuse
Pages: 42-47